اسم الخطيب: فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله

الموضوع: (دلائل النبوة)

تاريخ الخطبة: ٢١-٠٤-١٤٤٣هـ

مترجمة باللغة البنغالية

খতীব: সম্মানিত শায়খ আব্দুল মুহসিন আল কাসেম

বিষয়: (নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ।)

খুতবা প্রদানের তারিখ: ২১/০৪/১৪৪৩ হিজরী

বাংলা ভাষায় অনূদিত।

(নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ।)[১]

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও একান্তে তাঁকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তারা ওহীর আলো দিয়ে ফেতরাত[২] বা স্বাভাবিক রীতিকে সম্পূর্ণ করেছেন; তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, সুন্দর আমল এবং উন্নত চরিত্র ও সদাচরণের দিকে আহ্বান করেছেন; কাজেই নবী-রাসূলদের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা তাদের পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের চেয়েও বেশি। আর তারা ব্যতীত সফলতা, বিজয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার কোনই পথ নেই।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ণাঙ্গরূপে অভাবমুক্ত, সর্বময় ক্ষমতাবান ও স্বীয় জ্ঞানে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। আর রাসূলগণ হচ্ছেন মানুষ, তারা এই তিনটি গুণের মধ্যে ততটুকুর মালিক যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দান করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন: [**বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার**

---

(১) ২১ শে রবিউস সানী, ১৪৪৩ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

**'নবুওয়তের নিদর্শন' বলতে: সেসব দলিল ও অকাট্য প্রমাণাদীকে বুঝায়, যা দ্বারা মানুষ জানতে পারে যে নবীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল, তারা আল্লাহ সম্পর্কে যা সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন তার সত্যায়নকারী।*

(২) 'ফেতরাত' বলতে: আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকৃতি দেয়া, তাকে চেনা, তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা ও তাঁরই উপসানা করার মত যেসব স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের উপর মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা বুঝায়।

কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা।] সূরা আল-আন'আম: ৫০।

ফলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে তাদেরকে চমৎকার ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দিয়ে চয়ন করেছেন; বান্দাদের কাছে এটা প্রকাশ করার জন্য যে, তারা আল্লাহর সত্য রাসূল, তারা যেসব বিষয়ে সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন তার সত্যায়নকারী। রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মুজিযা দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকেরা তার প্রতি ঈমান এনেছে।) বুখারী ও মুসলিম। যেমন: সালেহ আঃ নিজ জাতির কাছে এক বিশাল উটনী নিয়ে এসেছিলেন যা প্রস্তরখন্ড থেকে বের হয়েছিল। ইবরাহীম আঃ-কে বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

মুসা আঃ-কে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেয়া হয়েছিল। তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যার প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়েছিল। তিনিই হাতের লাঠিকে ছুড়ে ফেললে তা বিশাল আকৃতির অজগর সাপে রূপ নিয়েছিল।

দাউদ ও সুলায়মান আঃ-কে পাখির ভাষা(৩) শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং সব কিছুই দেয়া হয়েছিল।

আর ঈসা আঃ আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় এবং মৃতকে জীবিত করতেন, তিনি মায়ের কোলে শিশু থাকাবস্থায় কথা বলেছেন এবং নিজের মাকে অপবাদমুক্ত করেছেন ও আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন।

তাদের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী নিদর্শনগুলোর অন্যতম হচ্ছে: তাদের সচ্চরিত্রতা, তারা ও তাদের অনুসারীদের আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া, উত্তম পরিণতি লাভ করা এবং তাদের বিরোধী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ধ্বংস ও আযাবপ্রাপ্ত হওয়া।

(৩) অর্থাৎ পাখির ভাষা ও কথা বুঝার জ্ঞান।

আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবী-রাসূলদের চেয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর মাঝে অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: "রাসূল সাঃ-এর মু'জিযাসমূহ হাজারের অধিক। আর পৃথিবীতে খবরে মুতাওয়াতির(৪) পর্যায়ের এমন কোন ইল্‌ম নেই যা রাসূলের নিদর্শন ও তার দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কিত ইল্‌মের চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী।" আল্লাহ বলেন: [**তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।**] সূরা আল-ফাত্‌হ: ২৮।

মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুওয়তের অন্যতম নিদর্শন হল: তার আগমণের বহু পূর্বে অন্যান্য নবীগণের মাধ্যমে এ বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আঃ বলেছেন: [**হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।**] সূরা আল বাকারা: ১২৯। আর ঈসা আঃ বলেছেন: [**এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।**] সূরা আস-সফ্‌ফ: ৬। তার শৈশবকালে ফেরেশতা এসে তার বুক চিড়ে তা থেকে শয়তানের অংশ বের করে ফেলেন। তিনি নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহেলিয়াতের কদর্যতা থেকে হেফাযত করেছেন; ফলে তার লজ্জাস্থান কারো কাছে প্রকাশ পায়নি, তিনি নিজ হাতে কোন মূর্তি স্পর্শ করেননি, কখনো মদ পান করেননি, এমনকি কোন অবৈধ লেনদেনও করেননি। তার রেসালতকে হেফাযত করার জন্য উল্কাপিন্ড -যা দ্বারা শয়তানকে রজম মারা হত তা- দ্বারা আসমানী প্রহরা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জিনেরা বলেছিল: [**আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ**

(৪) খবরে মুতাওয়াতির হল: যা প্রত্যেক যামানাতেই বিশাল সংখ্যক মানুষ তাদের সমসংখ্যক মানুষ থেকে বর্ণনা করেছে।

করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।] সূরা আল-জিন: ৮।

তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে যা তার জীবদ্দশায় ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে- তা হল: মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং ওহীর জ্ঞান ও ঈমান যা তার অনুসারীরা বহন করছে। অনুরূপভাবে সেগুলোর মধ্যে: তার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ প্রদান- যা তাকে আল্লাহই জানিয়েছেন। সেগুলো এমন ঘটনা যা আল্লাহ কর্তৃক জানানো ছাড়া কারো পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: [**এসব গায়েবের সংবাদ আমরা আপনাকে ওহীর দ্বারা অবগত করিয়েছি, যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না।**] সূরা হূদ: ৪৯।

অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন: আদম আঃ-এর ঘটনা, তাকে ফেরেশতাদের সেজদা প্রদান এবং ইবলিশ ও তার অহংকার প্রদর্শনের ঘটনা, নবী-রাসূলদের অসংখ্য বিস্তারিত আশ্চর্য ঘটনা এবং আসহাবে কাহ্‌ফ ও হস্তি বাহিনীর ঘটনা।

যখন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সকলকে কুরআনের সূরার মত একটি সূরা রচনা করে আনতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, তখন তিনি সংবাদ দিলেন যে, তারা কেয়ামত অবধি চেষ্টা করেও এরূপ সূরা আনয়ন করতে পারবে না। বস্তুত কেউই এরূপ আনয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তিনি মক্কায় দূর্বল থাকাকালে কাফেরদের ব্যাপারে বলেছিলেন: [**এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে।**] সূরা আল-কামার: ৪৫। উক্ত ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা কয়েক বছর পরেই প্রকাশ পায়; বদর যুদ্ধের আগের দিন তিনি কুরাইশ নেতাদের ধরাশয়ী (নিহত) হওয়ার স্থান মুসলমানদেরকে দেখিয়ে বলেন: (এটা অমুক ব্যক্তির ধরাশয়ী হওয়ার স্থান -মৃত্যুস্থল-।) আনাস রাঃ বলেন যে, "রাসূল সাঃ তাদের নাম নিয়ে যে স্থানে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়েছে, এর সামান্যও ব্যতিক্রম হয়নি।" সহীহ মুসলিম। তিনি খায়বার যুদ্ধে বের হয়ে তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করলেন এবং

বললেন: ("খায়বার ধ্বংস হোক।" অতঃপর আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন।) বুখারী ও মুসলিম।

"রাসূল সাঃ তার সাহাবীদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং সংবাদ পৌঁছার আগেই তাদের শাহাদত বরনের খবর জানিয়েছিলেন।" সহীহ বুখারী।

তিনি বলেছেন যে, তার জীবদ্দশাতেই পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে রোমক শক্তি বিজয়ী হবে। যখন পারস্য সম্রাটের দূত চিঠি নিয়ে তার কাছে আগমণ করল, তখন তিনি তাকে বললেন: (আমার রব তোমার মনিবকে আজ রাতেই হত্যা করবেন।) মুসনাদে আহমাদ। তাবুকের যাত্রাপথে তিনি বলেছিলেন: (আজ রাতে তোমাদের উপর দিয়ে প্রচন্ড বায়ু প্রবাহ হবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মধ্যে দাঁড়িয়ে না থাকে।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি নিজের আয়ু ঘনিয়ে আসা এবং উচ্চে সমাসীন বন্ধু আল্লাহর নিকট ইন্তেকালের খবর দিয়েছেন; একদিন তিনি মিম্বারে বসে বললেন: (এক বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার প্রাচুর্য ও তাঁর কাছে যা আছে- এ দু'টির কোনটি গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন; বান্দা তাঁর কাছে যা আছে তা এখতিয়ার করে নিয়েছেন। এ কথা শুনে আবু বকর রাঃ কাঁদতে লাগলেন, তারপর বললেন: আপনার জন্য আমাদের বাবা-মাকে উৎসর্গ করলাম।) বুখারী ও মুসলিম। তার কিছুদিন পরেই তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। তিনি বলেছেন: (তার ওফাতের একশ বছর পর পৃথিবীতে তার সাহাবীদের কেউ জীবিত থাকবে না।) বুখারী ও মুসলিম। উক্ত বিষয়গুলোতে তিনি যেমন খবর দিয়েছেন তেমনি ঘটেছে।

রাসূল সাঃ সংবাদ দিয়েছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে, অতঃপর প্লেগরোগ এসে মুসলিমদের নিঃশেষ করবে।(৫) তারপর সর্বত্র সম্পদের ছড়াছড়ি হবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। পরে দেখা গেল তিনি যেমনটি বলেছেন তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে;

(৫)মুসলিদের নিঃশেষ করবে বলতে: উক্ত কারনে বিশাল সংখ্যক মুসলিম মৃত্যু বরণ করবে।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়, সিরিয়ায় প্লেগ-মহামারী শুরু হয়। এ দুটোই উমর রাঃ-এর শাসনামলে সংঘটিত হয়। তারপর উসমান রাঃ-এর আমলে সম্পদের প্রাচুর্যতা আসে, এমন কি তখন এক ব্যক্তিকে একশ দীনার দেয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকত।

রাসূল সাঃ সংবাদ দিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশ বিজয় হবে, তখন মদিনাবাসী সেসব এলাকায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় চলে যাবে। এবং তিনি বলেছেন: (অথচ মদিনা-ই তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত।) বুখারী ও মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন: (কিসরা ও কায়সার ধ্বংস হবে এবং এ দু সম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে।), (এই দুনিয়া তার উম্মতের অধীনস্ত হবে। তখন তারা দুনিয়াবী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা করেছিল।), (তার উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের সাদৃশ্য ধারণ করবে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে এরাও প্রবেশ করবে!) বুখারী ও মুসলিম।

অদূর ভবিষ্যতে কেয়ামতের যেসব আলামত প্রকাশ পাবে তিনি তা বর্ণনা করেছেন: যেমন জ্ঞানের দৈন্যতা, অতি মূর্খতা, বিভিন্ন ফেতনার প্রাদুর্ভাব, হত্যাকান্ড বেড়ে যাওয়া, বড় বড় অট্টালিকা তৈরি ইত্যাদি। একদা রাসূল সাঃ সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে কেয়ামত পর্যন্ত কী সংঘটিত হবে তা বর্ণনা করলেন। এ মর্মে হুযায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত, (একদা রাসূল সাঃ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। সেগুলো যার স্মরণ রাখার সে স্মরণে রাখল, আবার যার ভুলে যাবার সে ভুলে গেল।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি আকাশে সংঘটিত ঘটনাবলী যা তিনি অবলোকন করেছেন, তা সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে সশরীরে মক্কা থেকে মসজিদে আকসায় ভ্রমন করিয়েছেন। তারপর তাকে আসমানে উঠিয়ে 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় নিয়ে গেছেন। অতঃপর একই রাতে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে এনেছেন। ফিরে এসে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, এ দুয়ের অধিবাসী, সিদরাতুল মুনতাহা

ইত্যাদী যা দেখেছেন এবং জগত নিয়ন্ত্রণে কলমের যে শব্দ শুনেছেন তা সাহাবীদেরকে সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে জাগতিক প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দিয়েও সাহায্য করেছেন; ফলে আল্লাহ তায়ালা চন্দ্রকে বিদীর্ণ করে দ্বি-খন্ডিত করেছেন যা মক্কা ও অন্যান্য এলাকার মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন করেছিল।

মানুষের মাঝেও তার নবুওয়তের আলামত প্রকাশ পেয়েছিল; "রাসূল সাঃ-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের শ্রবণশক্তি খুলে দিয়েছিলেন। ফলে তারা সকলেই রাসূলের ভাষণ শুনেছেন, অথচ সংখ্যায় তারা লক্ষাধিক ছিলেন।" সুনানে আবু দাউদ। "তিনি আনাস রাঃ-এর জন্য অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি চেয়ে দোয়া করেছিলেন; তার জীবদ্দশাতেই তার বংশের শতাধিক ব্যক্তির দাফন-কাফন করেন।" বুখারী ও মুসলিম। তিনি আবু হুরায়রা ও তার মায়ের জন্য দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনকে মুমীনদের কাছে প্রিয়পাত্র করেন; আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: (তারপর যে মুমীন ব্যক্তিই আমাকে দেখে বা আমার সম্পর্কে শুনে, সে-ই আমাকে ভালবাসে।) সহীহ মুসলিম। তিনি উরওয়া আল বারেকী রাঃ-এর ব্যবসায় বরকতের দোয়া করেছিলেন; "ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, যদি তিনি মাটিও বিক্রি করতেন তাতে লাভবান হতেন।" সহীহ বুখারী।

আব্দুল্লাহ বিন আতীক রাঃ-এর পা ভেঙ্গে গেলে রাসূল সাঃ তাতে হাত বুলিয়ে দিলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।" সহীহ বুখারী। আলী রাঃ-এর চোখ অসূখে বিবর্ণ হয়ে গেলে রাসূল সাঃ তার দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দেন, ফলে তাতে তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করেন যেন কোন ব্যথা-ই ছিল না।" বুখারী ও মুসলিম।

তার নবুওয়তের নিদর্শন চতুষ্পদ জন্তুর মাঝেও প্রকাশ পেয়েছিল; একদিন রাসূল সাঃ জনৈক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন, সেখানে একটি উট ছিল। উটটি রাসূল সাঃ-কে দেখে

কাঁদতে লাগল। তারপর রাসূল সাঃ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে শান্ত হয়। অতঃপর রাসূল সাঃ উটের মালিককে বললেন: (তুমি কি এই প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন? এটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে কষ্ট দাও ও তাকে ক্লান্ত রাখ!) সুনানে আবু দাউদ। আয়েশা রাঃ বলেন: (রাসূল সাঃ-এর পরিবারের একটি বন্যপ্রাণী ছিল। যখন রাসূল সাঃ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেতেন তখন সেটি খেলা করত, এদিক সেদিক যেত। কিন্তু যখন সে টের পেত যে রাসূল সাঃ প্রবেশ করছেন, তখন সে থেমে যেত এবং কোন নাড়াচাড়া ও শব্দ করত না; এভাবেই থাকত যতক্ষণ রাসূল সাঃ বাড়িতে অবস্থান করতেন, যেন তিনি কষ্ট না পান।) মুসনাদে আহমাদ।

নবী সাঃ-এর আরও নিদর্শন হল: তার জন্য উপস্থিত পানাহারকে প্রবৃদ্ধি করে দেয়া হত; হুদাইবিয়াতে অবস্থানের সময় তার সাথে দেড় হাজার সাহাবী ছিলেন। জাবের রাঃ বলেন: (নবী সাঃ চামড়ার তৈরি পানির পাত্রে -ছোট পাত্র- হাত রাখলেন। তখনি তার আঙ্গুলগুলোর মাঝখান থেকে ঝর্ণার মত পানি উথলে উঠতে লাগল। তারপর আমরা সে পানি পান করলাম ও অযু করলাম। জাবের রাঃ-কে বলা হল: আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন: আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত, তবে সেদিন আমরা দেড় হাজার ছিলাম।) সহীহ বুখারী। যাতুর রিকা' নামক যুদ্ধে রাসূল সাঃ অল্প পরিমাণ পানি এক পাত্রে রাখেন, সেখান থেকে সকল সৈন্যরা নিজ নিজ পাত্র ভর্তি করে পানি নিয়ে যান।

খায়বারে অবস্থানকালীন সময়ে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে রাসূল সাঃ সাহাবীদের কাছে যা আছে তা জমা করতে বললেন। তারপর তিনি সেগুলোতে বরকতের দোয়া করলেন; পরে সেনাবাহিনীর সকলেই সেখান থেকে তৃপ্তিসহ আহার করেন। তারা ছিলেন পনেরশ জন।

"তাবুকে তার সাথে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ছিলেন, যারা পানি তালাশ করছিলেন। রাসূল সাঃ কোন একটি ঝর্ণায় অযু করলে সেখান

থেকে প্রচন্ডভাবে পানির ফোয়ারা বইতে লাগল; অবশেষে সেখান থেকে সকলেই পানি পান করলেন।" সহীহ মুসলিম।

সামুরা বিন জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমরা রাসূল সাঃ-এর সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পালা করে একটি পাত্র হতে আহার গ্রহণ করতাম। দশজন আহার করে চলে যেত, আবার দশজন খেতে বসত। আমরা বললাম: আপনাদের এ সহযোগিতা কোথা থেকে আসত? সামুরা বললেন: কিসে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? এদিক থেকেই সাহায্য আসত- এই বলে তিনি আকাশের দিকে হাতে ইশারা করলেন।) জামে তিরমিযি।

তার নবুওয়তের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা গাছপালা ও পর্বতমালাকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন: "একদা তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করেন। তিনি দুটি গাছ ধরে তাঁর অনুগত হতে নির্দেশ দিলে সে দু'টি তার অনুগত হয়ে যায় এবং তার নির্দেশে দু'টি গাছই সমবেত হয়ে একসাথে মিলে যায়।" সহীহ মুসলিম। "তিনি মক্কায় থাকাবস্থায় জিনেরা তার কাছে সমবেত হয়ে কুরআন শুনছিল, তাদের উপস্থিতির এ খবরটি পাশে থাকা একটি গাছই রাসূল সাঃ-কে জানিয়েছিল।" বুখারী ও মুসলিম। তিনি মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি স্তম্ভের সাথে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর তার জন্য মিম্বার প্রস্তুত করা হলে তিনি যখন তাতে উঠে খুতবা দিলেন, তখন উক্ত খেজুর বৃক্ষের স্তম্ভটি বাচ্চাদের মত কাঁদতে লাগল। অবশেষে যখন রাসূল সাঃ তার উপর হাত রাখলেন তখন সেটি চুপ হয়ে গেল।" সহীহ বুখারী।

তিনি বলেছেন: (আমি মক্কার এমন একটি পাথরকে চিনি যে আমি নবী হওয়ার আগে থেকেই আমাকে সালাম করত। সেটিকে আমি এখনও চিনি।) সহীহ মুসলিম। একদা তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে চড়লেন, তখন সেটি তাদেরসহ কাঁপতে লাগল। তারপর তিনি সেটিকে আঘাত করে বললেন: হে উহুদ! তুমি শান্ত হও। তারপর সেটি স্থির হয়ে যায়।" সহীহ মুসলিম।

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: আল্লাহ তায়ালা তাকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন, ইতিপূর্বে তিনি কাউকে এমনভাবে

সাহায্য করেননি। মক্কায় কাফেরদের উপর দুটি পাহাড় চাপিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য 'মালাকুল জিবাল' বা পাহাড়ে নিযুক্ত ফেরেশতা অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল সাঃ তাদেরকে ছাড় দিতে বলেছিলেন। হিজরত সম্পর্কে তিনি বলেন: [**তিনি ছিলেন দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলেন:'চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি।**] সূরা আত-তাওবাহ: ৪০। বদরে তার সাথে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতারা যুদ্ধ করেছেন। "আর উহুদ যুদ্ধে নবী সাঃ-কে দেখানো হয়েছে যে, তার পক্ষ হয়ে জিবরাঈল ও মিকাঈল প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করছেন।" বুখারী ও মুসলিম। "খন্দক থেকে বনী কুরাইযা পর্যন্ত জিবরাঈল রাসূলের সঙ্গে ছিলেন।" সহীহ বুখারী।

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের থেকে তার নবুওয়তকালে তাকে হেফাযত করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন: [**আর আল্লাহ আপনাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।**] সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৭। ফলে তারা সংখ্যাধিক্য ও শক্তিশালী হওয়া সত্তেও তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং তিনি তাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। জনৈক ইহুদী তাকে যাদু করেছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের যাদুর বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়ে(৬) তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। তারা বকরির মাংসে বিষ মিশিয়ে রাসূলের ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: তার পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র ও আচরণ।

(৬) অর্থাৎ: তার উপর যাদু করা ও যাদুর স্থান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়ে দেন।

তার লক্ষ্য পূরণ ও বিজয় লাভ এবং তার প্রতি সৃষ্টির আনুগত্য ও জীবন উৎসর্গ সত্তেও তিনি মৃত্যুকালে নিজের খচ্চর ও হাতিয়ার ছাড়া কোন দিনার-দিরহাম, উট, ভেড়া কিছুই রেখে যাননি। তার বর্মটি এক ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল, যা তিনি নিজ পরিবারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর, হে মুসলমানগণ!

রাসূল সাঃ-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন-চরিত কেউ অধ্যয়ন করলে, সে জানতে পারবে যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি এমন মহাসত্য বাণী নিয়ে এসেছেন যা পূর্বাপর কেউই এ রকম কিছু শ্রবণ করেনি। তিনি সর্বদা উম্মতকে তাওহীদের নির্দেশ দিয়েছেন, কল্যাণের দিকনির্দেশ দিয়েছেন, অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য অত্যাশ্চর্য নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেছেন।

তিনি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নিয়ে আগমণ করেছেন এবং সকল উম্মতের ভাল গুণাবলীকে একত্রিত করেছেন; ফলে তার উম্মত শ্রেষ্ঠত্বে ও সকল গুণে অন্যদের চেয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে। তারা এই শ্রেষ্ঠত্ব তার মাধ্যমেই অর্জন করেছে এবং তার কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। এগুলোর প্রতিই তিনি তাদেরকে আহ্বান করেছেন; ফলে তারা জগতের সেরা শিক্ষিত, ধার্মিক, ন্যায় পরায়ণ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থ: [**বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে**

তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।] *সূরা আল-কাহ্‌ফ: ১১০।*

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা:

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নিদর্শনাবলী ও তার সত্যতার প্রমাণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা ঈমানকে বৃদ্ধি করে। তার উজ্জ্বল সৎকর্ম, সৌন্দর্য্য এবং পবিত্র শরীয়তের দিকে বারবার দৃষ্টি বুলালে মর্যাদা লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাঃ ছাড়া আল্লাহকে চিনার জন্য আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

আর যে ব্যক্তি তার রেসালাতের সত্যতা ও সুস্পষ্ট প্রমাণ জানতে চায়, তার উচিত আল কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ করা।

যখন মানুষের জন্য অন্য সব বস্তুর চেয়ে রাসূল সাঃ-কে সত্যায়ন করা অধিক জরুরী, তখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণের সত্যতার প্রমাণ বহণকারী নিদর্শনসমূহকে সহজতর করে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে সংখ্যায় অনেক এবং প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যেন তার প্রতি ঈমান আনা থেকে কেবল অবাধ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ পিছপা না হয়, অহংকারী ছাড়া আর কেউ সংশয় প্রকাশ না করে। বস্তুত যাবতীয় কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে নবুওয়তের সত্যায়ন ও তার অনুসরণে অবিচল থাকার মাঝে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তার নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত